গাংনীতে র্যাবের অভিযানে দেড় কেজি গাঁজাসহ আটক ১

র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) একটি টিম অভিযান চালিয়ে দেড় কেজি ভারতীয় গাঁজাসহ মোঃ নাহিদ ইসলাম (২০) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে।

আটক নাহিদ হোসেন গাংনী উপজেলার গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের মোঃ লাল্টু মিয়ার ছেলে। আজ রবিবার (১৬ এপ্রিল) দুপুরের দিকে এই অভিযান চালান র্যাব।

র্যাব-১২ মেহেরপুর সিপিসি-২ এর গাংনী ক্যাম্প কমান্ডার সিনিয়র সহকারি পুলিশ সুপার (এএসপি)মোঃ গোলাম ফারুকের নেতৃত্বে র্যাবের একটি টিম গাংনী উপজেলার রামকৃষ্ণপুরধলা গামী পাকা রাস্তার উপর অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করেন। এসময় তার নিকট থেকে দেড় কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। একটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে।

এঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দিয়ে গ্রেফতারকৃত আসামীকে গাংনী থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বাংলাদেশের বেকার সমস্যা ও তার সমাধান

(সংকেত: ভূমিকা; বেকার সমস্যা কী; বেকারত্বের ধরণ ও প্রকারভেদ; বেকার সমস্যা ও বাংলাদেশ; বেকারত্বের কারণ; বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট; বেকারত্বের নেতিবাচক প্রভাব; বেকারত্ব দূরীকরণের উপায়; উপসংহার।)

ভূমিকা: কোনো দেশের জনশক্তির তুলনায় কর্মসংস্থানের স্বল্পতার ফলে সৃষ্ট সমস্যাই বেকার সমস্যা। বর্তমান বাংলাদেশে এই সমস্যা জটিল ও প্রকট আকার ধারণ করেছে। যা বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল একটি দেশের অর্থনীতির জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। কর্মহীন এই বিশাল উদ্বৃত্ত জনশক্তি না পারছে দেশের অর্থনীতিতে কোনো অবদান

রাখতে, না পারছে নিজের সুন্দর-সমৃদ্ধ ভবিষ্যত নির্মাণ করতে। বেকারত্বের অসহ্য যন্ত্রণায় তারা জড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকান্ডে। ফলে রাষ্ট্রযন্ত্রের সর্বত্র দেখা দিচ্ছে বিশৃংখলা। ক্রমবর্ধমান এই সমস্যা সমাধানে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে অর্থনৈতিক অবকাঠামো যেকোনো সময় ভয়াবহ ভাঙনের মুখে পড়বে।

বেকার সমস্যা কী: বেকারত্ব বলতে মূলত বোঝায় কর্মক্ষম শ্রমশক্তির পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের অভাব। আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার সংজ্ঞা অনুযায়ী, “Unemployment (or joblessness) occurs when people are without work and actively seeking work.” The Bureau of Labour Statistics (BLS) বেকারত্বের সংজ্ঞায় বলেছে- ‘বেকারত্ব হচ্ছে এমন কিছু মানুষের কর্মহীন অবস্থা; যাদের কোনো কর্ম নেই, গত চার সপ্তাহ যাবত সক্রিয়ভাবে কাজের সন্ধান করছে এবং তারা কাজের জন্য প্রস্তুত।’ বাংলাদেশের শ্রমশক্তি সম্পর্কিত জরিপে (এলএফএস) বেকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে এমন ব্যক্তিকে যার বয়স ১০ বছর কিংবা তার বেশি; কাজের জন্য প্রস্তুত থেকে সক্রিয়ভাবে কাজের অনুসন্ধান করেও যে কাজের সুযোগ পায়নি বা কাজ করতে পারেনি।

বেকারত্বের ধরণ ও প্রকারভেদ: দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সামাজিক অবকাঠামো, বেকারত্বের সংজ্ঞা, কারণ ও বৈশিষ্ট্যের বিচারে বেকারত্ব বিভিন্ন ধরণের হতে পারে। অর্থনৈতিক সংকট, রাজনৈতিক অস্থিরতা, রাষ্ট্রীয় কাঠামোগত দুর্বলতার ফলে সৃষ্টি হয় অবকাঠামোগত বেকারত্ব। হঠাৎ কোনো মিল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া কিংবা স্থানান্তরের ফলে আকস্মিক বেকারত্বের সৃষ্টি হয়। কারিগরি বা প্রযুক্তিগত অপর্যাপ্ততার দরুণ বেকার সমস্যা তৈরি হয়। তৈরি পোশাকশিল্পসহ অন্যান্য মৌসুমি ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেখা দেয় মৌসুমি বেকারত্ব। আবার কাজের ধরণের সঙ্গে শ্রমশক্তির দক্ষতার অসঙ্গতির ফলে সৃষ্টি হয় এক ধরণের বেকারত্ব। তবে বাংলাদেশে কাঠামোগত বেকারত্বের হারই বেশি।

বেকার সমস্যা ও বাংলাদেশ: বর্তমান বাংলাদেশে বেকার সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, কমনওয়েলথসহ একাধিক সংস্থার সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী গত এক দশকে বাংলাদেশে বেকারত্বের হার বেড়েছে ১.৬ শতাংশ, যেখানে কর্মসংস্থান প্রবৃদ্ধির হার ২ শতাংশ। এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে ২০২২ সালে মোট বেকারের সংখ্যা দাঁড়াবে ২১ কোটিতে। আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার (আইএলও) সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বর্তমানে বাংলাদেশে মোট প্রায় ৩০ লাখ বেকার। এই বিশাল বেকার জনগোষ্ঠীর

মধ্যে শিক্ষিত বেকারের হারই বেশি।

বেকারত্বের কারণ: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট: বাংলাদেশে বেকার সমস্যা সৃষ্টির পেছনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানাবিধ কারণ রয়েছে। কিছু কারণ নিচে তুলে ধরা হলো-

ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব: ২০০ বছর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক এবং ২৪ বছর পাকিস্তানি শাসনের সময় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন চরমভাবে অবহেলিত হয়েছে। উপরন্তু তারা শোষণ করে নিয়ে গেছে এদেশের মূল্যবান সম্পদ। ফলে ক্রমেই ভেঙে পড়েছে অর্থনৈতিক অবকাঠামো আর বেড়েছে বেকারত্বের চাপ।

শিল্পবিপ্লবের প্রভাব: শিল্পবিপ্লবের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে অধিক উৎপাদনমুখী যন্ত্রের আবিষ্কার হয়েছে। ফলে আধুনিক কৃষিব্যবস্থা জনশক্তির পরিবর্তে কৃষিযন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। শ্রমিকের প্রয়োজন যন্ত্রে পূরণ করায় সৃষ্টি হচ্ছে বেকার সমস্যা।

মুক্তিযুদ্ধোত্তর চাপ: ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো চরমভাবে ভেঙে পড়ে। যুদ্ধোত্তর স্বাধীন দেশে শিল্পায়নে গতিহীনতা, সঠিক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে অদক্ষতার দরুন বিশাল একটি জনগোষ্ঠী বেকার হয়ে পড়ে। যার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বাংলাদেশকে এখনও তাড়িয়ে ফিরছে।

অধিক জনসংখ্যা: বাংলাদেশে বেকার সমস্যার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জনসংখ্যার সীমাহীন চাপই মূলত এর জন্য প্রধানত দায়ী। যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে, সেই অনুপাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ছে না।

শিক্ষা ব্যবস্থায় অসঙ্গতি: বাংলাদেশের শিক্ষার হার কম। তদুপরি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এতে নেই বৃত্তিমূলক, কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগ। বছর বছর সনদধারী শিক্ষিত জনশক্তি তৈরি হলেও তৈরি হচ্ছে না যোগ্য ও দক্ষ জনশক্তি।

অপরিকল্পিত উৎপাদন ব্যবস্থা: কৃষকের অসচেতনতা ও অপরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার বেকার সমস্যার অন্যতম কারণ। জমির উর্বরতা হ্রাস, কোনো কোনো ক্ষেত্রে জমি উৎপাদন শক্তিহীন হয়ে যাওয়ায় নষ্ট হয় কাজের সুযোগ।

রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোগত দুর্বলতা: সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে উদ্যোগহীনতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, আইনশৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি, সীমাহীন দুর্নীতি প্রভৃতি কারণে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। যার ফলে বাড়ছে বেকারত্বের চাপ।

কায়িক শ্রমে অনীহা: কায়িক শ্রমের প্রতি অনীহা বেকার সমস্যার একটি অন্যতম প্রধান কারণ। অভাব অনটন সত্ত্বেও এদেশের মানুষ কায়িক পরিশ্রম করতে আগ্রহী নয়। প্রাতিষ্ঠানিক চাকরি না পেয়ে বেকার হয়ে বসে থাকে, কিন্তু নিজেই আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে ভাগ্যোন্নয়নে উদ্যোগী হয় না।

বেকারত্বের নেতিবাচক প্রভাব: বেকারত্ব একটি অভিশাপ। ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে সর্বত্র এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। বেকারত্বের ভয়াল থাবায় দুর্বল হয়ে পড়ে রাষ্ট্রকাঠামো। বেকারত্বের কারণে কোনো কাজ না পেয়ে মানুষ নানা অবৈধ ও অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়। সমাজে খুন, রাহাজানি, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পায়। স্থবির হয়ে যায় অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা। দেখা দেয় শাসনতান্ত্রিক বিশৃংখলা। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে প্রভাবশালী দেশগুলো। ফলে দেশের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়।

বেকারত্ব দূরীকরণের উপায়: বাংলাদেশের বেকারত্ব সমস্যা সমাধানের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে। যথা-

– যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তর করতে হবে। অধিক জনসংখ্যাকে দেশের বোঝা নয়, সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

– বৃত্তিমূলক, কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগ তৈরি করতে হবে। নারী শিক্ষার সম্প্রসারণে যথাযথ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

– ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

– কোনো কাজকেই তুচ্ছ না ভেবে কায়িক পরিশ্রমের মর্যাদা দিতে হবে।

– পরিকল্পিত শিল্পকারখানা গড়ে তুলে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের

সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

– আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারে যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ শ্রমশক্তি গড়তে তুলতে হবে।

– ভাষাগত দুর্বলতা দেশি-বিদেশি শ্রমবাজারে কর্মসংস্থ্না প্রাপ্তিতে একটি বড় সমস্যা। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রমিকদের ভাষাগত দুর্বলতা কাটিয়ে তুলতে হবে।

– কর্মক্ষম শ্রমিকদের বিদেশে কাজের ব্যবস্থা করতে হবে।

– শিক্ষিত যুবসমাজকে গ্রামমুখী করতে হবে।

– তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে ইন্টারনেটে আউটসোর্সিং হতে পারে বেকারত্ব হ্রাসের আরেকটি উপায়।

উপসংহার: বেকারত্বের ভয়াবহ অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে হলে সমগ্র জাতিকেই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলীয়করণের মনোবৃত্তি পরিহার করে মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মে নিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করা জরুরি। রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোর গুণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে বেকারত্ব থেকে উত্তরণের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে

মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের ইফতার মাহফিলের আয়োজন

মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের আয়োজন পবিত্র মাহে রমজানের ২৩তম দিনে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় জেলা প্রেসক্লাবের নিজস্ব কার্যালয়ে সকল সদস্যদের নিয়ে এ ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর সভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ

সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, গাংনী উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা মাহবুবুল হক সহ মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সকল সদস্যবৃন্দ।

মেহেরপুরে পর্ণোগ্রাফি মামলার প্রধান আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরে গৃহবধুর পর্ণোগ্রাফি আইনে দায়ের করা মাসলার আসামি রফিকুল ইসলাম (৫০) কে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ। রফিকুল ইসলাম মেহেরপুর সদর উপজেলার মদনা গ্রামের বেলতলাপাড়া এলাকার মৃত ফজের আলীর ছেলে।

গতকাল শনিবার দুপুরের দিকে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন। পরে বিকালের দিকে তাকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

এর আগে গত শুক্রবার রাতে গাংনী পৌর এলাকার উত্তরপাড়া গ্রামের কাঠমিস্ত্রি জিয়াউর রহমানের স্ত্রী ও এক সন্তানের জননী তার বিরুদ্ধে পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করেন। গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রাজ্জাক বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, আসামি রবিউল ইসলাম বিভিন্ন সময় তাকে প্রলোভন দেখিয়ে কুপ্রস্তাব দিয়ে আসতো। এতে মামলার বাদী রাজি না হওয়ায় আসামি তাকে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও মান-সম্মান নষ্ট করার ভয় দেখিয়ে তার সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথা বলাতে বাধ্য করে। একপর্যায়ে জিয়াউর রহমানের স্ত্রী সংসার ছেড়ে রবিউল ইসলামের সাথে বিয়ে করে নেয়। সংসারের ১৫ দিনের মাথায় জানতে পারে রবিউল ইসলাম এর আরও একটি স্ত্রী রয়েছে। তাই সে রবিউল ইসলামের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে পূর্বের স্বামীর কাছে চলে আসে। এরপর আসামি রবিউল ইসলাম আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। ফলে ১৫ দিনের সংসার জীবনের বিভিন্ন শারীরিক সম্পর্কের গোপনে ধারণকৃত ভিডিও বর্তমান স্বামী জিয়াউর রহমানের কাছে পাঠিয়ে সংসার নষ্ট করার চেষ্টা করে।

রবিউল ইসলাম ইতোপূর্বে গোপনে ধারনকৃত ছবি ও ভিডিও তার বর্তমান স্বামীর জিয়াউর রহমানের কাছে পাঠানোর হুমকি দিয়ে শারীরিক সম্পর্কের জন্য কুপ্রস্তাব দেয়। এতে বাদী নিরুপায় হয়ে কখনো চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও গাংনী এলাকার কয়েকটি বাড়িতে নিয়ে তার সাথে অবৈধভাবে শারীরিক সম্পর্ক করে।

কিছুদিন পূর্বে বাদি অবৈধ সম্পর্কে রাজি না হওয়ায় তার ১১ বছর বয়সী শিশু লিজনকে মোটরসাইকেলে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে তুলে নিয়ে যায়। পরে বাদি রবিউল ইসলামের সাথে শারীরিক সম্পর্কে রাজি হলে ছেলেটিকে ছেড়ে দেওয়া হয় বলেও জানান জিয়াউর রহমানের স্ত্রী।

আসামি গত ২ এপ্রিল বাদীর নগ্ন ছবি ও ভিডিও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তার স্বামীর মোবাইলে পাঠিয়ে সংসার ভেঙে দেওয়ার হুমকি দিতে থাকে।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগী জিয়াউর রহমানের স্ত্রী গত শুক্রবার (১৪ এপ্রিল) রাতে রবিউল ইসলামকে আসামি করে পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনে নারীর অজ্ঞাতে তার নগ্নছবি মোবাইল ফোনে ধারন করে অন্য মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে সামাজিক ও মানসিকভাবে মর্যাদাহানি করার অপরাধ আইনে মামলা দায়ের করেন।

মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গায় দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা

কাঠ ফাটা রোদ আর ভয়ানক গরমে পুড়ছে মেহেরপুর জেলার মানুষ। প্রচন্ড দাবদাহে নাভিশ্বাস উঠেছে প্রাণীকুলেও। এই পরিস্থিতিতে ফ্যানের বাতাসও গরম হয়ে পড়ছে। ফলে ঘরের ভেতরেও টেকা দায়। প্রকৃতির রুদ্ররূপে দুঃসহ জীবনযাপন করছে মানুষ। সব মিলে ওষ্ঠাগত প্রাণ। কয়েক দিনের মধ্যে বৃষ্টি না হলে জনজীবন আরও প্রকট হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা স্থানীয়দের।

মৌসুমের এই তাপদাহ আগামী ঈদের আগে কমার লক্ষণ নেই বলেই জানালো চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক আবহাওয়া অধিদপ্তর।

গতকাল শনিবার বিকাল ৩ টার সময় চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক আবহাওয়া অফিস মেহেরপুরের তাপমাত্রা রেকর্ড করেছে ৪২.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এবং বাতাসের আর্দতা রেকর্ড করেছে ১৬ শতাংস। এটাই চলতি মৌসুমে দেশের সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা বলে জানিয়েছেন আবহাওয়া অফিস।

চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জামিনুর রহমান বলেন, ঈদের আগ পর্যন্ত আবহাওয়া পরিবর্তণের কোনো লক্ষণ নেই। একই আবহাওয়া বিরাজ করতে পারে। তবে, কয়েকদিন পর একটু একটুু করে গরম কমতে পারে।

আবহাওয়া অফিস সূত্রে জানা গেছে, সাধারণত কোনো এলাকার তাপমাত্রা ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস পার হলে সেখানে মৃদু দাবদাহ শুরু হয়। এটি ৩৮ ডিগ্রি পার হলে তা পরিণত হয় মাঝারি দাবদাহে। আর ৪০ ডিগ্রি পার হলে সেটাকে তীব্র দাবদাহ বলা হয়। যদি ৪২ ডিগ্রি পার হয়, সেটা অতি তীব্র দাবদাহে রূপ নেয়। শনিবার দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা মেহেরপুরে ৪২ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

এই গরমে দিন মজুর শ্রমিক, হতদরিদ্র রিকশাচালক, শ্রমজীবি থেকে শুরু করে পথচারি কেউই বাদ নেই; হাসফাঁস করছেন সবাই। এ অবস্থায় মেহেরপুরের খেটে খাওয়া মানুষের ত্রাহিদশা।

স্বাস্থ্যঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও তীব্র গরমে ফুটপাতের ভ্রাম্যমান লেবু ও আখের শরবতের দোকানগুলোতে ব্যাপক ভিড় লক্ষ করা গেছে।

গাংনী বাজারের পাখি ভ্যান চালক, আব্দুর রহিম বলেন, ১০/১২ দিন থেকে ভ্যাপসা গরমে ঠিকমত ভ্যান চালাতে পারছিনা। বার বার পানি ও শরবত খাচ্ছি। খুব কষ্ট হচ্ছে এই গরমে ভ্যান চালাতে।

পাখি ভ্যান চালক মিন্টু হোসেন বলেন, মানুষ বাইরে বের হচ্ছেনা। তাই ভাড়াও হচ্ছেনা। সারাদিন অনেক কষ্ট করে ভাড়া মারলেও দিন শেষে হাট বাজার করার টাকা মিলছেনা।

দিনমজুর কুবাদ শেখ বলেন, সকাল ১০ টা বাজলেই শুরু হচ্ছে অসহ্য গরম। এই গরমে কাজ করতে গেলে শরীর ঘামে ভীজে যাচ্ছে। বাজারে খুব লোকজন নেই। তাই কাজও পাচ্ছিনা।

সাহারবাটি গ্রামের ইঞ্জিন চালিত আলগামন চালক শরীফুল ইসলাম বলেন, এলাকার সবজী নিয়ে যায় মেহেরপুর কাঁচা মালের আড়তে। রাস্তার দুধারে আগে গাছ গাছালি ছিল। গাছ গাছালির ছায়ায় ঠান্ডায় ঠান্ডায় যেতে

লাগছে ঝলসানো রোদের তাপ। দুপুর হতেই প্রয়োজন বিহীন কেউ বাড়ি থেকে বের হচ্ছে না। দাবদহের কারণে পিচ ঢালা রাস্তায়ও ধরেছে গলণ। টানা ১৪ দিন দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে চুয়াডাঙ্গায়। গতকাল শনিবার দুপুর ৩টায় চুয়াডাঙ্গার তাপমাত্রা বেঁড়ে দাড়ায় ৪২.২ ডিগ্রি। তাপদহে ফসলের মাঠ ফেটে চৌঁচির । রোজাদার মানুষও অসুস্থ হয়ে পড়ছে। প্রতিদিন এজেলায় গড়ে ১ ডিগ্রি করে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা আবহাওয়া অফিস জানায়, চলতি মৌসুমেগতকাল শনিবার দেশের তীব্র সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়। আগামি কয়েকদিন এই তাপমাত্রা অব্যাহত থাকবে। দ্রূত তাপমাত্রা কমা কিংবা বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। গতকাল শনিবার বেলা ৩টায় চুয়াডাঙ্গায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৪২.২ ডিগ্রি। বাতাসের আদ্রতা ১৬ শতাংশ। গত শুক্রবার এ-জেলায় ৪১.৭ ডিগ্রি তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়।

এক টানা তীব্র দাবদহের কারণে রোজাদার মানুষেরা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। এতে অনেকে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে। কৃষি জমিতে পানির অভাবে দেখা দিয়েছে ফাটল। এছাড়াও চলতি বোরো মৌসুমে ধান কাটতে পারছে না কৃষকেরা।

জেলার প্রথম শ্রেণির আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের সিনিয়র পর্যবেক্ষক রাকিবুল হাসান জানান, চলতি মৌসুম গতকাল শনিবার বেলা ৩ টায় জেলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৪২.২ ডিগ্রি। শুক্রবার রেকর্ড করা হয়েছে ৪১.৭ ডিগ্রি। চলতি সপ্তাহেই তাপমাত্রা আরো বৃদ্ধি পাবার সম্ভবনার কথা জানান।

গাংনীতে বর্ণাঢ্য আয়োজনে বর্ষবরণ উৎসব উৎযাপন

মেহেরপুরের গাংনীতে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্যদিয়ে পালিত হয়েছে বর্ষবরণ উৎসব। শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টার সময় গাংনী উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে একটি বর্ণাঢ্য মঙ্গল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত

হয়।

এতে নেতৃত্ব প্রদান করেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক।

এসময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু,সাবেক সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেনসহ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা,রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ। শোভাযাত্রাটি উপজেলা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

পরে উপজেলা পরিষদ চত্বরে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন সাবেক সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন। উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামীম, গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রাজ্জাক, গাংনী উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সিরাজুল ইসললাম আওয়ামীলীগ নেতা মনিরুজ্জামান আতু,উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান একেএম শফিকুল আলম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন গাংনী উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মাহবুবুল হক মন্টু।

এদিকে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য সংগঠনগুলো নানা কর্মসূচির আয়োজন করে।

মুজিববনগরে বাঙালির প্রাণের

উৎসব পহেলা বৈশাখ পালন

শুভ্রতা ছুঁয়ে থাকুক মননে, স্নিগ্ধ আলোয় জুড়িয়ে যায় দুচোখ,প্রাণের সঞ্চার উদ্বেলিত হোক নতুন বছরে।অসাম্প্রদায়িক চেতনার বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে এবং সব অশুভ শক্তিকে বিদায় জানাতে বর্ণিল আয়োজন ও বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা আর আনন্দঘন পরিবেশের মধ্য দিয়ে মুজিবনগরে বাঙালির প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ পালন করা হয়েছে।

শুক্রবার সকাল ১০ টার সময় মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস এর নেতৃত্বে একটি মঙ্গল শোভাযাত্রা মুজিবনগর সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে মানিকনগর ডিএস আমিনিয়া দাখিল মাদ্রাসার সামনে গিয়ে শেষ হয় ।

মঙ্গল শোভাযাত্রায় মুুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মেহেদী রাসেল, উপজেলা কৃষি অফিসার আঃ মোমিন, উপজেলা যুবউন্নয়ন কর্মকর্তা রকিবউদ্দীন, মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইজারুল ইসলাম, মুজিবনগর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর সহকারী স্টেশন অফিসার শাহাজাহানসহ শোভাযাত্রায় বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, সামাজিক ও সাংস্কৃতি সংগঠনের নেতারা অংশগ্রহণ করেন।

মেহেরপুরে বর্ণিল আয়োজন বাঙালির প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ পালন

বর্ণিল আয়োজন ও বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা আর আনন্দঘন পরিবেশের মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে বাঙালির প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ পালন করা হয়েছে।

বর্ষবরণকে কেন্দ্র করে শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮ টার সময় মেহেরপুর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলামের নেতৃত্বে মঙ্গল শোভাযাত্রাটি শিল্পকলা মোড় থেকে শুরু হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

শোভাযাত্রায় প্রধান অতিথি ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন এমপি, মেহেরপুর পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলম।

শোভাযাত্রায় বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, সামাজিক ও সাংস্কৃতি সংগঠনের নেতারা অংশগ্রহণ করেন।

পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলনে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম। প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলম পিপি এম সেবা, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক, মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মহা: আব্দুস সালাম, স্থানীয় সরকারের উপপরিচালক মৃধা মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) লিংকন বিশ্বাস, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) লিউজা—উল—জান্নাহ, সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোঃ আব্দুল্লাহ আল বাকী, মেহেরপুর পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টাচার্য, জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের (ভারপ্রাপ্ত) উপপরিচালক কাজী কাদের মোহাম্মদ ফজলে রাব্বি, বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদ মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক প্রমুখ।

পরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদে উৎসাহ ও উদ্দীপনায় বাংলা নববর্ষ উদযাপন

‘যাক পুরাতন স্মৃতি, যাক ভুলে যাওয়া গীতি, অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক’ পুরাতনকে পিছনে ফেলে বছর ঘুরে আবারও এসেছে পহেলা বৈশাখ। মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদে নানা উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বাংলা নববর্ষ ১৪৩০ উদযাপন করা হয়েছে।

শুক্রবার (১৪ই এপ্রিল) সকালে বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

এসময় নববর্ষের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও বামন্দী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুর রহমান কমল, বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের সচিব মনিরুল ইসলাম সহ ইউনিয়ন পরিষদের সমস্ত সদস্যবৃন্দরা।

বাংলা নববর্ষের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও উদযাপনের রীতি-নীতি নিয়ে বক্তব্য রাখেন চেয়ারম্যান ওবায়দুর রহমান কমল। তিনি তার বক্তব্য বলেন, বামন্দী ইউনিয়ন সহ সারাদেশের সকল বাংলা ভাষাভাষী মানুষকে বাংলা নববর্ষ পহেলা বৈশাখের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বাঙালি সাংস্কৃতির রয়েছে নিজস্ব ইতিহাস। পহেলা বৈশাখ বাঙালির গৌরব ও ঐতিহ্যের সাথে সাদৃশ্য। তাই এদিনের গুরুত্ব অনেক। পহেলা বৈশাখের মাধ্যমে সকল বাঙালির ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় থাকুক।

মেহেরপুরে উই হাটবাজারের উদ্বোধন

মেহেরপুরে We HatBazar এর উদ্বোধন করা হয়েছে। শুক্রবার সকালে মেহেরপুর বড়বাজার চৌরাস্তার মোড় চেম্বার অফ কমার্সের সামনে মানবী বুটিকসে We HatBazar এর উদ্বোধন করা হয়।

এক ঝাক নারীর উদ্যোক্তা সমন্বয়ে We HatBazar আজ থেকে পথ চলা

শুরু করল নারীর উদ্যোক্তারা হলেন ফারজানা জেসমিন, রাহাতুল নেছা, খালেছা আক্তার টুসি, আশরাফিয়া আফরোজ, রেহানা মান্নান, এঞ্জেল মিলি, প্রত্যাশা পাল, আনজুম লাকি, তাসমিম রুশদি, মাহফুজা খাতুন, সেলিনা খাতুন সহ আরও আনেকেই।

We HatBazar যেসব পণ্য পাওয়া যাবে তাহলে জবের ছাতু, উৎকৃষ্ট মুড়ি, থ্রি মিক্সড আটা, চিয়া সীড, জিংক চাল, মরিঙ্গা পাউডার, উৎকৃষ্ট স্পেশাল মসলা, বিভিন্ন ধরনের মধু, বিভিন্ন ধরনের আচার, বটিক থ্রি পিস, বাচ্চাদের ড্রেস, হাতের কাজের ড্রেস ইত্যাদি সহ বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র এখানে পাওয়া যাবে।